The Philosophy of Peace: A Review of Non-Violence in the Light of the Thought of Gandhi and Buddha

শান্তির দর্শনঃ গান্ধী ও বুদ্ধের চিন্তার আলোকে অহিংসার পর্যালোচনা

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(2) 14-19, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n2.003
https://rrjournals.in/

Received: 29 Jul, 2025
Revised: 17 Aug, 2025
Accepted: 25 Sep, 2025
Published: 30 Sep, 2025

*Asmin Saikh

State Aided College Teacher, Dept. of Philosophy

Abstract: *This paper explores the profound philosophical foundations of non-violence (ahimsa) as advocated by Mahatma Gandhi and Siddhartha Gautama (Buddha), highlighting its transformative impact on both individuals and society. Ahimsa, a cornerstone of both Gandhi's political activism and Buddha's spiritual teachings, goes beyond mere passive resistance to embody an active and principled stance against violence and injustice. Through a comparative analysis, the study examines the philosophical bases and ethical implications of non-violence within Gandhian and Buddhist thought. Gandhi's integration of non-violence into the framework of India's freedom struggle is analyzed alongside Buddha's articulation of ahimsa as a path to enlightenment and social harmony. By tracing the historical trajectories and contemporary relevance of their teachings, the paper emphasizes how non-violence, as a philosophical principle, fosters inner peace, moral conduct, and social transformation. The study highlights the enduring legacy of Gandhi and Buddha in advocating a world grounded in compassion, tolerance, and non-violent resistance, offering insights into how these ancient teachings continue to inspire modern movements for justice and peace.*

Keywords: *Non-violence, principled, Gandhian, Hinduism, Jainism*

Abstract in Bengali Language: *এই প্রবন্ধটি মহাত্মা গান্ধী এবং সিদ্ধার্থ গৌতম (বুদ্ধ) দ্বারা সমর্থিত অহিংসার (অহিংসা) গভীর দার্শনিক ভিত্তির অন্বেষণ করে যা ব্যক্তি ও সমাজের উপর এর রূপান্তরকারী প্রভাবকে আলোকিত করে। অহিংসা, গান্ধীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শিক্ষা উভয়েরই একটি ভিত্তি, হিংসা ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয়, নীতিগত অবস্থানকে মূর্ত করার জন্য নিছক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অতিক্রম করে। একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই গবেষণাটি গান্ধীবাদী এবং বৌদ্ধ চিন্তার প্রেক্ষাপটে অহিংসার দার্শনিক ভিত্তি এবং নৈতিক প্রভাবগুলি তুলে ধরে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাঠামোতে গান্ধীর অহিংসার সংহতকরণ বুদ্ধের অহিংসাকে আলোকিতকরণ এবং সামাজিক সম্প্রীতির পথ হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি পরীক্ষা করা হয়। ঐতিহাসিক গতিপথ এবং তাদের শিক্ষার সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করে,*

*Corresponding Author
Asmin Saikh, State Aided College Teacher, Dept. of Philosophy
asminsaikh2017@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে অহিংসা, একটি দার্শনিক নীতি হিসাবে, অভ্যন্তরীণ শান্তি, নৈতিক আচরণ এবং সামাজিক রূপান্তরকে উৎসাহিত করে। গবেষণাটি সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং অহিংস প্রতিরোধের ভিত্তিতে একটি বিশ্বের পক্ষে ওকালতি করার ক্ষেত্রে গান্ধী ও বুদ্ধের স্থায়ী উত্তরাধিকারকে তুলে ধরে, এই প্রাচীন শিক্ষাগুলি কীভাবে ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য আধুনিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

Keywords: *অহিংসা, নীতিগত, গান্ধীবাদী, হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম।*

অহিংসা মহান নেতাদের একটি অস্ত্র। এটি প্ররোচনার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। অহিংসার ঐশ্বরিক গুণ রয়েছে যা আমাদেরকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে। সুতরাং, প্রত্যেকেরই অহিংসা এবং কেন অহিংসা প্রয়োজন তা জানা উচিত। অহিংসা বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় এবং মানুষ তাদের গভীর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের আচরণ করতে পারে। অহিংসার আক্ষরিক অর্থ হল কর্মক্ষেত্রে হিংস্র না হওয়া। মানুষ এবং বন্য প্রাণীদের হত্যা করা উচিত নয়। তাদের কোনওভাবেই আঘাত করা উচিত নয়। অহিংস শব্দটি সংস্কৃত শব্দ অহিংসা থেকে নেওয়া হয়েছে যা "ক্ষতি বা হত্যা করার ইচ্ছার অভাব" বোঝায় যা প্রতিটি শর্তে নিজের সাথে এবং অন্যদের সাথে নির্দোষ থাকার ব্যক্তিগত অনুশীলন। এটি এই বিশ্বাস থেকে আসে যে মানুষ, প্রাণী বা পরিবেশকে আঘাত করা কোনও ফলাফল অর্জনের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং নৈতিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নীতির উপর ভিত্তি করে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার একটি সাধারণ দর্শনকে বোঝায়।

হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম এবং অন্যান্য অনেক ধর্মীয় ঐতিহ্যে অহিংসাকে সর্বোচ্চ কর্তব্য এবং স্বীকৃত আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রাচীন ভারতে, লোকেরা ব্যবহারিকভাবে একচেটিয়াভাবে "অহিংসা পরমো ধর্ম" নীতি মেনে চলত এবং এই নীতির একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ঝড়ো পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এটি মহান ব্যক্তিদের একটি অভিনব হাতিয়ার এবং যুগ যুগ ধরে এটি অনুশীলনে রয়েছে। মহাবীর, জৈন, গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী, অশোক এবং লিও টলস্টয় অহিংসার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মহাবীর জৈন এবং তাঁর অনুগামীরা কঠোরভাবে অহিংসার অনুসারী ছিলেন। তারা শ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস ফিল্টার করার জন্য তাদের নাসারন্ধ্রগুলিতে পাতলা কাপড়ের টুকরো রাখতেন কারণ তারা ভয় পেতেন যে কৃমি তাদের শরীরে প্রবেশ করে মারা যেতে পারে। আধুনিক যুগে তাদের শিষ্যরাও একই নীতি অনুসরণ করে। গৌতম বুদ্ধ অহিংসার আরেক চ্যাম্পিয়ন। তিনি পশু বলি এবং হিন্দুদের মানব বলিদানের মতো কুপ্রথা থেকে বিরত ছিলেন। কিংবদন্তি অশোক অহিংসার অভ্যাসে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অহিংসা প্রচার শুরু করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিরামিষভোজনে চলে যান। তিনি তাঁর রাজ্যে পশু হত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পুরুষ ও পশুদের জন্য অনেক স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ডিসপেনসারি খোলেন।[1]

গান্ধীর সঙ্গে অহিংসার ধারণাটি একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল। মহাত্মা গান্ধীও অহিংসার একজন প্রবল সমর্থক, তিনি যৌবনকাল থেকেই অহিংসা অনুশীলন করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী একই প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেন, এটি শক্তিশালী ও সাহসীদের অস্ত্র। শক্তিশালী মানুষ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী। তিনি বলেন, অহিংস হিংসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এবং শক্তিশালী। গান্ধীর অহিংসা হল সত্যের সন্ধান। গান্ধীর অহিংস দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক দিক হল সত্য। গান্ধীজি যে অহিংসার নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই সত্যের অন্বেষণের একটি সংকলন "Experiments with Truth" বইটিতে, যা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে আরও ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "অহিংসা হল সত্যের অনুসন্ধানের ভিত্তি। আমি উপলব্ধি করছি যে এই অনুসন্ধান নিরর্থক যদি না এটি ভিত্তি হিসাবে অহিংসার উপর ভিত্তি করা হয়। সত্য ও অহিংসা পাহাড়ের মতোই পুরনো। তিনি কেবল এটির তত্ত্বই দেননি, তিনি অহিংসাকে একটি দর্শন এবং আদর্শ জীবনধারা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে অহিংসার দর্শন দুর্বলদের অস্ত্র নয়, এটি এমন একটি অস্ত্র, যা সকলেই চেষ্টা করতে পারে। অহিংসা গান্ধীর উদ্ভাবন ছিল না। তবে, তাঁকে অহিংসার জনক বলা হয় কারণ মার্ক শেপার্ডের মতে, "তিনি অহিংস কর্মকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যা আগে কখনও অর্জন করা যায়নি।" কৃপলানী আবার জোর দিয়ে বলেন, "মানব ইতিহাসে গান্ধীই প্রথম ব্যক্তি থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে অহিংসার নীতি প্রসারিত করেছিলেন।"[2] অন্য পণ্ডিতরা কোনও নাম বা আন্দোলন না দিয়ে একটি ধারণার

[1] Datta, D.M. (1953). The Philosophy of Mahatma Gandhi, University of Wisconsin Press, Madison. Private Limited.
[2] The philosophy of nonviolence and world revolution through world law by Glen.T.Martin Philosophy of Sarvodaya, AcharyadadaDharmadhikari, Popular prakashan 2000

কথা বলছিলেন যেখানে মহাত্মা গান্ধী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নামটি নিয়ে এসেছিলেন এবং একটি ধারণার অধীনে বিভিন্ন সম্পর্কিত ধারণাগুলি একত্রিত করেছিলেন।

গান্ধী হিংসার দুটি রূপ চিহ্নিত করেছিলেন-নিষ্ক্রিয় এবং শারীরিক। নিষ্ক্রিয় সহিংসতার অনুশীলন একটি দৈনন্দিন বিষয়, সচেতনভাবে এবং অচেতনভাবে। আবার সেই জ্বালানিই শারীরিক হিংসার আগুন জ্বালায়। গান্ধী হিংসা সংস্কৃত মূল থেকে বোঝেন, "হিসা" যার অর্থ আঘাত। অতিহিংসার মধ্যে, গান্ধী শিক্ষা দেন যে যার মধ্যে অহিংসা রয়েছে সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। ধন্য সেই ব্যক্তি যে তার চারপাশে হিসার জ্বলন্ত আগুনের মাঝে অহিংসার আইনটি উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এই ধরনের ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার সাথে মাথা নত করি। তার চারপাশের পরিস্থিতি যত বেশি প্রতিকূল হয়, ততই মাংসের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয় যা হিজরতের বাহন। গান্ধী হিংসার বিরোধিতা করেন কারণ এটি ঘৃণা স্থায়ী করে। যখন এটি ভাল কাজ করে বলে মনে হয়, তখন ভালটি কেবল অস্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদে কোনও ভাল কাজ করতে পারে না। একজন সত্যিকারের অহিংস কর্মী বীরত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া অন্যের উপর চাপিয়ে না দিয়ে নিজের উপর হিংসা গ্রহণ করেন। গান্ধী যখন বলেন যে মানবাধিকারের জন্য লড়াই করার সময়, একজনের অহিংসা এবং আত্ম-সহ্য স্বীকার করা উচিত, তখন তিনি কাপুরুষতার প্রশংসা করেন না। তাঁর কাছে কাপুরুষতা হল সবচেয়ে বড় হিংসা, অবশ্যই, রক্তপাতের চেয়েও বড় এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি সাধারণত হিংসার নামে চলে। গান্ধীর কাছে হিংসার অপরাধীরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ফসল। গান্ধী মনে করেন যে, হিংসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা নয়। এটি একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি নিখুঁত অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটি হল অহিংসা। গান্ধী অহিংসাকে তার সংস্কৃত মূল থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। অহিংসা ইংরেজিতে কেবল অহিংসার অর্থ হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, তবে এটি কেবল শারীরিক সহিংসতা এড়ানোর চেয়ে আরও বেশি কিছু বোঝায়। অহিংসা মানে সম্পূর্ণ অহিংসা, কোনও শারীরিক হিংসা এবং কোনও নিষ্ক্রিয় হিংসা নয়। গান্ধী অহিংসা শব্দটিকে প্রেম হিসেবে অনুবাদ করেন। অরুণ গান্ধী একটি সাক্ষাৎকারে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি (গান্ধী) বলেছিলেন অহিংসা মানে প্রেম। কারণ আপনার যদি কারও প্রতি ভালবাসা থাকে এবং আপনি সেই ব্যক্তিকে সম্মান করেন, তাহলে আপনি সেই ব্যক্তির কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। গান্ধীর কাছে অহিংসা হল মানবজাতির সবচেয়ে বড় শক্তি। এটি গণবিধ্বংসের যে কোনও অস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী। এটি ব্রুট ফোর্সের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটি শক্তির একটি জীবন্ত শক্তি এবং এর সীমা বা ব্যাপ্তি কেউ কখনও পরিমাপ করতে পারেনি বা পারবেও না।[3]

অহিংসা শক্তিশালী ও কার্যকরী হওয়ার জন্য, এটি অবশ্যই মন দিয়ে শুরু করতে হবে, যা ছাড়া এটি দুর্বল ও কাপুরুষদের অহিংসা হবে। কাপুরুষ এমন একজন ব্যক্তি যার বিপজ্জনক এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময় সাহসের অভাব থাকে এবং এটি এড়ানোর চেষ্টা করে। একজন মানুষ অহিংসা অনুশীলন করতে পারে না এবং একই সাথে কাপুরুষ হতে পারে না। সত্যিকারের অহিংসা ভয় থেকে বিচ্ছিন্ন। গান্ধী মনে করেন যে, অস্ত্র থাকা কেবল কাপুরুষতা নয়, নির্ভীকতা বা সাহসের অভাবও বটে। গান্ধী এই কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, আমি কল্পনা করতে পারি যে একজন সম্পূর্ণ সশস্ত্র ব্যক্তি অন্তত একজন কাপুরুষ। অস্ত্রের দখল ভয়ের একটি উপাদানকে বোঝায়, কাপুরুষতা না হলেও প্রকৃত অহিংসা হল ভেজালহীন নির্ভীকতা ছাড়া অসম্ভব। হিংসা ও অবিচারের মুখে গান্ধী কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের চেয়ে হিংসাত্মক প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দেন। আশা আছে যে একজন হিংস্র মানুষ একদিন অহিংস হতে পারে, কিন্তু কাপুরুষের নির্ভীক হওয়ার কোনও জায়গা নেই। অহিংস তত্ত্ব ও অনুশীলনে বিশ্বের অগ্রদূত হিসাবে গান্ধী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে অহিংসার একটি সর্বজনীন প্রয়োগ রয়েছে। 1937 সালের 11 তারিখে হানমানা লেবাননে ড্যানিয়েল অলিভারকে লেখা তাঁর চিঠিতে গান্ধী এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেনঃ "আমার কাছে এটি ছাড়া আর কোনও বার্তা নেই যে এই পৃথিবীতে বা এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য সত্য এবং অহিংসা ছাড়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া কোনও মুক্তি নেই।" এই অংশে গান্ধী কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই নিপীড়িত মানুষের জন্য অহিংসার মাধ্যমে "মুক্তির" প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[4] এই অনুচ্ছেদে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষাগার দর্শন হিসাবে অহিংসার বিষয়ে বলতে গিয়ে গান্ধী আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে মুক্তির জন্য অহিংসার শক্তির উপর জোর দিয়েছেন। এটি একটি নিজস্ব বিজ্ঞান যা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

শ্যানলি ই. জোন্স যাকে "বিশ্বে গান্ধীর অবদানের কেন্দ্র" বলে অভিহিত করেছেন তা এখানে পরীক্ষা করা ভাল হবে। সত্যাগ্রহ হল গান্ধীবাদের সারমর্ম। এর মাধ্যমে, গান্ধী বিশ্বের কাছে একটি নতুন চেতনা প্রবর্তন করেছিলেন এবং এটি বিশ্বের জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান।

[3] Gandhi, M.K. (2011). The story of my experiments with truth, translated from the Gujarati by Mahadev Desai, Navajivan Publishing House, Ahmadabad.
[4] Kamalāpati Tripāṭhī (1993). Gandhi and Humanity, Atlantic Publishers & Distributers, New Delhi.

গান্ধীবাদী অহিংসা গঠনমূলক, ভিত্তি-নির্মাণ কর্মসূচি এবং সত্যাগ্রহের সংমিশ্রণ, যা প্রায়শই গ্লোবাল উত্তরে আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ কর্মের একটি রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কৌশলগত অহিংসা আরও কৌশলগত পদক্ষেপ নেয় এবং জিন শার্প দ্বারা গণনা করা কৌশলগুলিতে মনোনিবেশ করে। এদিকে, গান্ধী নিজে যেমন উল্লেখ করেছেন, বিপ্লবী অহিংস থেকে বোঝা যায় যে নিপীড়নের মুখে কিছু না করার চেয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হওয়া ভাল ব্যাপক আকারে তাঁর আইন অমান্যের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় 1906 সালের সেপ্টেম্বরে যখন ট্রান্সভাল সরকার সমগ্র ভারতীয় জনগণকে নিবন্ধিত করতে চেয়েছিল এবং ভারতীয়রা যাকে "কালো আইন" বলে অভিহিত করেছিল তা পাস করে। এর প্রতিক্রিয়ায় তারা জোহানেসবার্গের ইম্পেরিয়াল থিয়েটারে একটি জনসভার আয়োজন করে; কেউ কেউ এই অপমানজনক অধ্যাদেশে এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে পরীক্ষা করা হলে তারা সহিংস প্রতিক্রিয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। যাইহোক, গান্ধীর পরামর্শে তাঁরা সকলেই একটি দল হিসাবে নিবন্ধনের বিধানগুলি মেনে চলতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁরা ঈশ্বরের নামে শপথ নেবেন; যদিও তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন, তাঁরা সকলেই এক এবং একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। উপস্থিত প্রায় তিন হাজার ভারতীয়ের প্রত্যেকে এই গুরুগম্ভীর শপথ গ্রহণ করেন। গান্ধী অবিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার এই কৌশলটিকে ডাকার সিদ্ধান্ত নেন।[5]

বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ধরে অহিংসার যে দর্শন বিকশিত হয়েছে তা বৈধ বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তনের সমস্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অবদান রেখেছে। গান্ধী নিজে বলেছেন যে অহিংস উপায়ে অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহসের অভাব থাকলে বন্দুক তুলে নেওয়া উচিত। গান্ধী সমর্থন করেছিলেন যে হিংসা "শেষ অবলম্বন হিসাবে" বা "পিচ্ছিল ঢাল" নয় যা সহিংসতাকে সামরিকীকরণের দরজা খুলে দেয় বরং তিনি ইঙ্গিত করছেন যে অহিংসার অর্থ আমাদের সকলের মধ্যে থাকা মানবতার সর্বজনীন চেতনাকে সক্রিয় করা। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, অহিংসা হল আমাদের মধ্যে সেই প্রকৃত সাহস, সম্মান, বিশ্বস্ততা, সততা এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি আনুগত্যের সক্রিয়তা। গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি অহিংস বিশ্ব ব্যবস্থা কেবল সর্বত্র মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং গণতান্ত্রিক বিশ্ব সরকার এবং প্রশাসনের সমস্ত স্তরে যুক্ত গণতান্ত্রিক সরকারের আকারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিককরণ করতে হবে। সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হবে। তিনি লিখেছেন, "এটা বলা ধর্মনিন্দা যে অহিংসা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অনুশীলন করা যেতে পারে এবং জাতিগুলির সমন্বিত জাতিগুলির দ্বারা নয়।"[6] গান্ধী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, আমরা যদি পৃথিবীতে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধি চাই, তাহলে আমাদের অহিংসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। আজকের সামরিকীকৃত "সার্বভৌম" জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং চরম সম্পদ ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বিশাল বৈষম্যের কারণে আমাদের ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা রয়েছে। এই হিংসার জন্য সামরিক বাহিনীকে তার বিশ্বব্যাপী অবিচার ও শোষণের ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি পৃথিবীর ফেডারেশনের জন্য সংবিধান অনুমোদন করি এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সমতার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব প্রতিষ্ঠান তৈরি করি, তাহলে আমরা কেবল সামরিক বাহিনীরই নয়, বেশিরভাগ ব্যক্তিগত বা সন্ত্রাসবাদী সহিংসতারও প্রয়োজনীয়তা দূর করব।

এখন বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে 'অহিংসা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হল। বুদ্ধদেবের মতে জীবনে শান্তি লাভ করতে হলে মানুষকে সঠিক পথে তার জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। তা করতে পারলেই জীবনের যাবতীয় দুঃখ, কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে মনকে হতে হবে সংযত। এই উদ্দেশ্যে গৌতম বুদ্ধ কতগুলো বিশেষ ঐচ্ছিক আচরণ বিধি পালন করার কথা বলেছিলেন। এই বিধিগুলিই বৌদ্ধদের কাছে পঞ্চশীল নামে পরিচিত। শীলের অর্থ হল নৈতিক আচরণ। শীলকে বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য অঙ্গ বলা হয়েছে। শীলের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয় এবং বোধিলাভ হয়। পঞ্চশীলের মধ্যে একটি অঙ্গের নাম প্রাণাতিপাত বিরতি। প্রাণাতিপাত বিরতির অপর নাম অহিংসা। প্রাণাতিপাত বিরতি অর্থাৎ আমি নিজে এই শপথ করছি যে জীবন্ত কোন প্রাণীকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবো। অহিংসা যে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের পালনীয় তাই নয়। অহিংসা গৃহস্থদেরও পালনীয়। অহিংসার মূল কথা হলো, যে কোনো প্রাণীর বিনাশ বা হত্যা থেকে বিরত থাকা। আর এই প্রাণী হত্যা কে কোনভাবেই অনুমোদন করা যায় না। কেবলমাত্র প্রাণী হত্যা করাই হিংসা নয়, সবল বা দুর্বল যে কোনো প্রাণীকে আঘাত করাও হিংসার নামান্তর। হিংসা শব্দটিকে বৌদ্ধ দর্শনে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণী হত্যা ছাড়াও প্রাণীর অনিষ্ঠ কামনা ও হিংসা বলে গ্রাহ্য করা হবে। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি কায়মনবাক্যে হিংসা করে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ বা অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, সেই হলো প্রকৃত

[5] M. K. Gandhi, "Hindu Swaraj or the Indian Home Rule", 16th January 1921, in the Collected works of Mahatma Gandhi (1966). Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
[6] B.N. Ray, Tradition and Innovation in India Political Thought Dr. S.R. Myneni, Political Science Reprint: 2015

অহিংসক। প্রকৃত যিনি অহিংসক তিনি পশু, পাখি এমনকি ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পর্কেও হিংসামূলক আচরণ করবেন না। এছাড়াও ক্ষুদ্র, বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদিকে পদদলিত করবে না।

বৌদ্ধ দর্শনে মনে করা হয় হিংসা মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। তাই কখনো হিংসারত ব্যক্তি শ্রমন হতে পারেন না। যদি কোন শ্রমণ ভুলবশত হিংসারত হন তাহলে তাকে ধর্মবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রতিটি প্রাণীর কাছে তার নিজ জীবন প্রিয়, তাই কখনোই কোন ব্যক্তির অপরকে হিংসা করা উচিত নয়। নিজের যেমন মৃত্যুভয় থাকে সেরকমই অন্য সমস্ত প্রাণীরও মৃত্যু ভয় থাকে। সেই জন্য কোন ব্যক্তির পক্ষেই অন্যকে আঘাত করা বা অন্যের প্রাণনাশ করা উচিত নয়। বৌদ্ধ দর্শনে এই কারণে অহিংসাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একথা সত্য যে বুদ্ধদেব অহিংসা সম্পর্কে সাধারণভাবে কঠোর মনোভাব পোষণ করেছিলেন, যার ফলে মানসিক হিংসাকেও তিনি পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছিলেন।[7] অহিংসার প্রভাবেই মানুষের মধ্যে অনৈতিক বৃত্তিগুলি দমিত হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা -এই চারটি একাগ্রচিত্তে ভাবনাকে ব্রহ্মবিহার ভাবনা বলে। ব্রহ্মবিহার এমনই এক ভাবনা যা মানুষের চিত্তকে প্রসারিত করে। এরূপ ভাবনা আত্মার বন্ধনকে মুক্ত করে। মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, করুণা অর্থাৎ দয়া, মমতা ইত্যাদিকে বোঝায়। মুদিতা হল সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা এবং উপেক্ষা অর্থাৎ সমত্ব বোধকে বোঝায়। মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি চিত্তে আশ্রিত হলে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসা, দ্বেষ আর থাকে না। এই ভাবনা মানুষের চিত্তকে শত্রুরহিত করে। বুদ্ধদেব বলেছেন যে মৈত্রী ভাবনার দ্বারা দ্বেষের ক্ষয় হয়। করুণা ভাবনার দ্বারা হিংসাবৃত্তির অবসান হয়। মুদিতা ভাবনার দ্বারা শত্রু ভাবের অবসান ঘটে এবং উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা প্রতি হিংসা ব্যক্তির লয় হয়।

অপরদিকে ‘অহিংসা’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো কোনো ক্ষতি না করা। তবে গান্ধীজীর মতে অহিংসা কেবলমাত্র ক্ষতি না করা নয়, অহিংসা হচ্ছে অন্যের প্রতি প্রেম প্রদর্শনও। অহিংসা আত্মার ধর্ম এবং তার জন্য চরমতম স্বার্থহীন হতে হবে। সক্রিয় অহিংসা হচ্ছে ভীতিহীনতা এবং তা কাপুরুষের ধর্ম নয়, সাহসীর ধর্মা সত্য নামক লক্ষ্যের পথ বা উপায় হচ্ছে অহিংসা এবং এর মূলে আছে নৈতিকতাবাদের তাড়না। গান্ধীজীর মতে সত্য হচ্ছে এক পরমেশ্বর এবং তার সাধনা বা বলা যায় পরমেশ্বর লাভের পথ হচ্ছে অহিংসা। সত্য হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞান এবং যা শাশ্বত আনন্দ স্বরূপ এবং সত্যকে নিঃস্বার্থভাবে অনুসন্ধান করতে গেলে নিরাসক্ত হয়ে হিংসা পরিত্যাগ করে প্রেমের দ্বারা, ভয়শূন্য হয়ে অহিংসার পথ গ্রহণ করতে হবে। সত্য ও অহিংসা মুদ্রার দুই দিকের ন্যায় ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। গান্ধীজি বলেন অহিংসা মানে বিশ্বজনীন প্রেম। কেবলমাত্র মানুষই নয়, সমগ্র সৃষ্টিই অহিংসার অন্তর্গত। অহিংসা হল আত্মিক শক্তি। আমরা অহিংসাকে যতটা সত্য করে তুলতে সমর্থ হব ততটাই ঈশ্বর স্বরূপ হব।[8] অহিংসা সদর্থক প্রেমের অবস্থা, এমনকি অহিতকারীরও হিত সাধক। সদর্থে অহিংসা মানে ব্যাপকতম প্রেম এবং মহত্তর পরোপকার। অহিংসা ধর্ম শুধুমাত্র ঋষি এবং সন্তজনদের জন্য নয় এটা সাধারণ মানুষের জন্যও বটে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, তেমনি অহিংসা মানব ধর্মা মুক্তি কখনো হিংসার মাধ্যমে হতে পারেনা। মুক্তি নিহিত আছে অহিংসায়। হিংসা অর্থাৎ ঘৃণা যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করত তাহলে সমগ্র মানবজাতি আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। হিংসা যখন কল্যাণ করছে বলে মনে হয় তখন সেই কল্যাণ হয় সাময়িক। তবে তার অকল্যাণ হয় স্থায়ী।

অহিংসা বলবনের অস্ত্র। দুর্বলের হাতে এটা সহজেই ভণ্ডামি হয়ে উঠতে পারে। ভয় এবং ভালোবাসা বিপরীত শব্দ জগতের সবথেকে বড় শক্তি হলো অহিংসা। একই কালে কেউ অহিংস আচরণ করবে এবং ভীরু হবে -এমন হতে পারে না। অহিংসার অনুশীলনের জন্য সর্বাধিক সাহস চাই। অহিংসা অতুলনীয় শক্তিশালী একটি অস্ত্র। এটি হলো সাহসীদের একটা প্রয়োজনীয় গুণ। অহিংসা যেখানে আছে সত্য সেখানে বর্তমান। জগতে যেখানেই সত্য ও অহিংসার চূড়ান্ত আধিপত্য সেখানেই শান্তি ও স্বর্গসুখ। গান্ধীজি মনে করতেন, পারিবারিক পরিবেশেই অহিংসার শেখাবার সর্বোত্তম বিদ্যালয়। অহিংসা প্রচার করা যায় না, এটি অনুকরণ করতে হবে। সত্য এবং অহিংসা কেবল ব্যক্তিগত অনুশীলনের বিষয় নয়। এটাকে গোষ্ঠী, সমাজ এবং জাতির চর্চার বিষয় করে তুলতে হবে। এটিই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছু ব্যক্তি গান্ধীজিকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং সনাতনের ছদ্মবেশে বৌদ্ধ শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে গর্ব অনুভব করেছিলেন এবং বুদ্ধদেবের জীবন থেকে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তার জন্য তিনি অনেক ঋণী ছিলেন বলে মনে করতেন। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার প্রধান কারণই হল বুদ্ধদেব শান্তির অন্যতম সেরা প্রচারক এবং যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ সম্রাট অশোকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যিনি একজন মহান রাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বতোভাবে প্রজা কল্যাণ। তাঁর জীবনের মূলনীতি ছিল অহিংসা ও

[7] দীক্ষিতগুপ্ত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৫৪-৫৫।

[8] শ্রীমান নারায়ণ সম্পাদিত মহাত্মা গান্ধীর, পঞ্চমখণ্ড, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আমেদাবাদ, পৃষ্ঠা-১৩৪

মৈত্রীর বাণী প্রচার করা।[9] বৌদ্ধ ধর্ম একমাত্র ধর্ম যা প্রচার করার জন্য কখনো অস্ত্র ধারণ করতে হয়নি। অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের পরম নীতি, অক্রোধ এই ধর্মের পরম আদর্শ এবং শান্তি পরম উদ্দেশ্য। তাই বলা যায় বুদ্ধের এই নীতিকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তবেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অহিংসার রূপ ফুল তবেই পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Dalai Lama বলেন, -

> Both Buddha and Mahatma Gandhi were Indians, shaped by Indian traditions that involved transforming their inner world. They did not achieve inner peace through prayer alone but by tackling their negative emotions. Traditions for generating peace of mind are important today. We too need to understand what gives rise to inner peace and what destroy it.[10]

মহাত্মা গান্ধী ভগবান বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে যা বলেছিলেন এবং লিখেছিলেন তার সারসংক্ষেপ হল যে, তিনি গৌতম বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তার শিক্ষার সারমর্ম অনুসরণ করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধকে হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারকদের একজন হিসেবে দেখেছিলেন যিনি আমাদেরকে সত্য, অহিংসা, আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ, নৈতিকতায় বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন, যাকে গান্ধীজি ঈশ্বর বলেছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন, আমরা আমাদের কর্ম এবং নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে, বিনয় ও ধার্মিকতার মাধ্যমে সমস্ত জীবনের ঐক্য সাধন করতে পারি এবং আমরা প্রকৃতপক্ষে কি তা উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের শাশ্বত প্রেমের উপর গুরুত্ব আরোপ অহিংসার একটি উন্নত অর্থ প্রদান করেছে। গান্ধীজী নিজে গান্ধীবাদ বলে কিছু স্বীকার করেননি। তবে যে সত্য ও অহিংসাকে তিনি ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তা তিনি পরবর্তীতে জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসাকে একটি ফলপ্রসূ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করেছেন। তাঁর এই অহিংসা তত্ত্বটির মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক চেতনা, বিশ্বাস মানবিক মূল্যবোধ, সাহস, কৌশল, লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সমন্বয়। সুতরাং বলা যায় বিশ্বজুড়ে হিংসা-হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীর নীতি আজও অনুসরণীয়।

তথ্যসুত্রঃ

[1] B.N. Ray. (2015). Tradition and Innovation in India Political Thought Dr. S.R. Myneni, Political Science Reprint.

[2] Dalai lama, In the Path of the Buddha and Gandhi, December 2, 2017

[3] Datta, D.M. (1953). The Philosophy of Mahatma Gandhi, University of Wisconsin Press, Madison. Private Limited.

[4] Gandhi, M.K. (2011). The story of my experiments with truth, translated from the Gujarati by Mahadev Desai, Navajivan Publishing House, Ahmadabad.

[5] Kamalāpati Tripāṭhī (1993). Gandhi and Humanity, Atlantic Publishers & Distributers, New Delhi.

[6] M. K. Gandhi, "Hindu Swaraj or the Indian Home Rule", 16th January 1921, in the Collected works of Mahatma Gandhi (1966). Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

[7] M. K. Gandhi, "Speech to Teachers", Sevagram, 17th February 1946, in the Collected works of Mahatma Gandhi (1970). Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

[8] পীযূষ গায়েন. (২০২১). বুদ্ধ ও অশকের ভারতবর্ষ, বি. বি বি কুণ্ডু গ্র্যান্ড সন্স।

[9] দীক্ষিতগুপ্ত. (২০০৭). নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ফেব্রুয়ারী।

[10] শ্রীমান নারায়ণ সম্পাদিত মহাত্মা গান্ধীর, পঞ্চমখণ্ড, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আমেদাবাদ।

Cite this article

Saikh, A. (2025). The Philosophy of Peace: A Review of Non-Violence in the Light of the Thought of Gandhi and Buddha: শান্তির দর্শনঃ গান্ধী ও বুদ্ধের চিন্তার আলোকে অহিংসার পর্যালোচনা. *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *1*(2), 14-19. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n2.003

[9] পীযূষ গায়েন, বুদ্ধ ও অশকের ভারতবর্ষ, বি. বি বি কুণ্ডু গ্র্যান্ড সন্স, ২০২১, পৃষ্ঠা-১৬৯

[10] Dalai lama, In the Path of the Buddha and Gandhi, December 2, 2017.